কবিতা যখন শ্লীলতা হারায়

মনের বিকার থেকেই জন্ম নেয়
বুদ্ধির যতো অশ্লীলতা-
বিকৃত অহঙ্কার থেকে তখন কবি লেখেন
আপন তৃপ্তির কবিতা।
অমন ভাবনায় বিকশিত কেবলই হয়
যৌবনের ভোগের ক্ষুধা-
লালসাই তখন কুভাষা জোগায়
নেশার যতো নাশকারী "সুধা"!

নব নব কল্পনায় ভেসে আসে তখন
বন্যার যতো জঞ্জাল-
সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনের বন্য বর্ণনায়
চেতনা রুগ্ন হয়, নগ্নতায় কঙ্কাল!
এ বর্ণনা শারীরতত্ত্ব শিক্ষায় টুকরো করা
অঙ্গের 'এন্যাটমি' নয়
সৌষ্ঠব দেহকাঠামো নগ্ন রেখে
ভাষার সম্ভার ব'য়ে যায়।

কাব্যরসের ঝাঁঝালো ভাষা
মাদকতার আমেজে ভ'রে
পাঠকের অন্তর দ্রুত তমসাময়
তীব্র ধূম্রে ঘেরে-
কখনও বীভৎস আমোদে শ্রোতা হতবুদ্ধি
চেতনা এমনই আনমনা-
অবাধ বাসনায় আদিম কামনা
অঙ্গে অঙ্গে প্রবহমানা।

নারী-পুরুষের অটুট প্রেম
কালের প্রবাহে অম্লাণ।
মনুষ্য পরিবারের সুমিষ্ট বন্ধন
প্রেমের মাধ্যমেই বর্ধমান।
সমস্ত প্রেমের আঙ্গিক অংশে
আদিম কামনা গুপ্ত
অমৃত সাহিত্যে, কবির কবিতায়
আদিরস সাবধানে লুপ্ত।

অশ্লীল কবিতায় ভাষার অন্দরে
থাকে যে সৃজন ভোগ
ক্ষণিক উত্তেজনায় উদ্দীপিত তখন
তমসার রজযোগ।
এমন মনোযোগে ভোগ আছে, কেবল
অন্তরাত্মা তৃপ্ত নয়।
যান্ত্রিক যুগের অমোঘ চাপে
হায়, এমন সাহিত্যও উপভোগ্য সাব্যস্ত হয়!